# আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
## জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

| | |
|---|---|
| তারিখ : (২৪ নভেম্বর, ২০১৯) বুলেটিন নং ৯৬ | ২৪ নভেম্বর হতে ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন |

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২০ নভেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | ২০ নভেম্বর | ২১ নভেম্বর | ২২ নভেম্বর | ২৩ নভেম্বর | সীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ০.০ | ০.০ | ০.০ | ০.০ | ০.০-০.০ (০.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৩০.২ | ৩০.০ | ২৯.৩ | ২৯.২ | ২৯.২-৩০.২ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ১৯.৫ | ১৯.২ | ১৮.৯ | ১৮.২ | ১৮.২-১৯.৫ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৪৬.০-৯৫.০ | ৪৮.০-৯৬.০ | ৪৮.০-৯৫.০ | ৫৩.০-৯৬.০ | ৪৬.০-৯৬.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ১.৯ | ০.০ | ১.৯ | ০.০ | ০.০-১.৯ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | ০ | ০ | ১ | ১ | ০-১ |
| বাতাসের দিক | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম |

### বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
### ( ২৪ নভেম্বর হতে ২৮ নভেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | সীমা |
|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মিমি) | ০.০-০.০ (০.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৬.৬-২৮.৬ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ১৫.৮-১৭.৭ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৫৯.০-৮৪.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ৪.৩-৪.৮ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | পরিষ্কার আকাশ |
| বাতাসের দিক | উত্তর/উত্তর-পশ্চিম |

**দণ্ডায়মান ফসলের স্তর**

| ফসল | স্তর |
|---|---|
| আমন ধান | নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায় |
| সবজি | বাড়ন্ত/ফল পর্যায় |

**কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

**আমন ধান :**

**কর্তন পর্যায়ঃ**

- ফসল সংগ্রহের ১৫দিন পূর্বে জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে রৌদ্রজ্জল দিনে ধান সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের সময় কালোশীষ (লক্ষীর গু রোগে আক্রান্ত) দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলুন।
- ধান কাটার পর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- ইদুঁরের আক্রমণ থেকে পরিপক্ক ধানকে রক্ষা করতে বিষটোপ ব্যবহার করুন।
- আমন ধান কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারী চাষ করা যেতে পারে।

**নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায়**

- নরম দানা থেকে কর্তন পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি ক্লোরোপাইরিফস বা ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হেক্সাকোনাজল বা টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিম্নলিখিত হারে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন:
    - কার্বোফুরান@১০কেজি/হেক্টর অথবা কারটাপ@১৪কেজি/হেক্টর অথবা ফিপ্রোনিল@১মিলি/লিটার পানি অথবা ডায়াজিনন@১৭কেজি/হেক্টর
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব অথবা থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- থোড় পর্যায়ে ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি অথবা ০.৬ গ্রাম ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোকার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন। রাতে জমির পাশে আগুন জ্বালিয়ে গান্ধী পোকার বিস্তার কমানো যেতে পারে।

**সবজিঃ**

- হালকা সেচ দিন।
- বিদ্যমান শুষ্ক আবহাওয়ার কারনে ফুলকপি এবং বাধাঁকপিতে কালোপচাঁ রোগ দেখা দিলে ১০লিটার পানিতে ১গ্রাম ষ্টেপটোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফুলকপি ও বাধাঁকপিতে এফিড এবং জেসিড এর আক্রমন দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ৫মিলি নিমের তৈল ০.৫-১.০ মিলি তরল ডিটারজেন্টের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বেগুন, টমেটো এবং ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।

**বোরো ধানঃ**

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করুন। এসময় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাই উচুঁ এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধা আছে এমন জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন।
- পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের সুবিধার জন্য দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গকিলোমিটার জমিতে ৭গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- এসময় তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে তাই বীজতলা ঢেকে রাখার জন্য পলিথিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

**আলুঃ**

- বর্তমান আবহাওয়া আলু জমি তৈরি ও লাগানোর জন্য আদর্শ।
- আলু লাগানোর ০১ মাস আগে ০২ টন/ বিঘা হারে কম্পোষ্ট বা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমন হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- বিদ্যমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে উদ্যান ফসল রোপনের উপযুক্ত সময়। তাই উদ্যান ফসল যেমন: আম, লিচু, কাঠাঁল, পেয়ারা, জাম, আতা, লেবুর নতুন চারা অবিলম্বে রোপন করুন।
- গত চারদিন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং আগামী পাঁচদিনও শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেজন্য প্রয়োজনে হালকা সেচ প্রদান করুন।
- কলার পাতা এবং ফলের বিটল পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই ছিদ্র যুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাদি ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- আগামী কয়েকদিন শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে তাই ১৫-২০ দিন অন্তর জমিতে সেচ প্রদান করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- তড়কা, খুড়া এবং পিপিআর রোগ থেকে গবাদী পশুকে বাঁচাতে টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে গবাদিপশুকে সতেজ ঘাস খাওয়ান।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত  এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে  বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার রাখা।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে-

- কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জল দিনে খাবার দিন।